শ্রদ্ধাঞ্জলি

# মরমী শিল্পী হাসন রাজা

**উজ্জ্বল মেহেদী**

আবহমান বাংলার পরিচয় পরিধির সঙ্গে কোটি মানুষের হৃদয়রাজ্য জয় করে কালোত্তীর্ণ হয়ে বেঁচে আছেন যে কজন মরমী সাধক কবি, তাদের মধ্যে একজন হাসন রাজা। ৭ পৌষ ছিল মরমী কবি হাসন রাজার ১৪৩তম জন্মদিন।

তখন জমিদারির যুগ। দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দীর্ঘতম নদী সুরমার তীরের পরগনা। নাম লক্ষণশ্রী। ১২৬১ বঙ্গাব্দের ৭ পৌষ হাসন রাজার জন্ম বিখ্যাত জমিদার পরিবারে। তার বৈমাত্রেয় ভাই ওবায়দুর রাজা হাসন রাজার নাম রেখেছিলেন অহিদুর রাজা। পরে পিতার এক ফার্সি বন্ধু নাম পাল্টান। রাখেন হাসন রাজা। কৈশোরে অহিদুর রাজা নামেই পরিচিত ছিলেন। পরিণত বয়সে হাসন রাজা নামে পরিচিত হয়ে ওঠেন। জমিদার পিতা দেওয়ান আলী রাজার অকালমৃত্যুতে একমাত্র উত্তরাধিকার হিসেবে মাত্র ১৫ বছর বয়সে হাসন রাজার ওপর জমিদারির পুরো দায়িত্ব বর্তায়। লক্ষণশ্রী ছাড়াও রামপাশা, চামতলা, পাগলা, বেতাল প্রভৃতি পরগনায় হাসন রাজার জমিদারি বিস্তৃত ছিল। সাধারণ প্রজারা সসম্মানে তাকে ডাকত রাজা বলে। কিন্তু তিনি জমির রাজা না হয়ে হলেন গানের রাজা। বিষয়-সম্পত্তি-ক্ষমতা-ভোগবিলাস কিছুতেই তার মন ভরেনি। অন্তরে বাজে মরমীয়া সুর- 'মাটির পিঞ্জিরার মাঝে বন্দি হইয়ারে/কান্দে হাসন রাজার মন মনিয়ায় রে...।'

বিপুল কর্মতৎপরতার পাশাপাশি হাসন রাজা রচনা করে গেছেন আঞ্চলিক ভাষার অপূর্ব সুর-মূর্ছনার অসংখ্য গান। তার জীবদ্দশায় 'হাসন উদাস' নামে গানের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

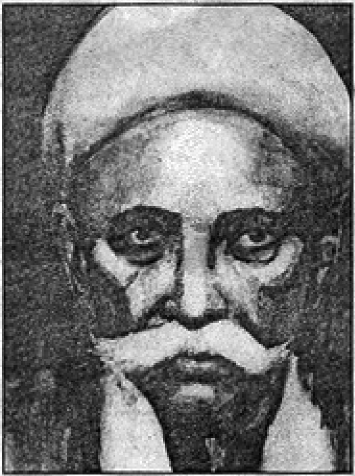

হাসন রাজা

'হাসন উদাসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ হাসন রাজার মৃত্যুর চার বছর পর প্রকাশিত হয়। মোট গানের সংখ্যা ২০৬। সেসব গান ও সুর একদা কেবল সুরমা পাড়েই মূর্ছনার সৃষ্টি করলেও এখন সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারেও সমান উন্মাদনা সৃষ্টি করছে। হাসন রাজার গান বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেও স্পর্শ করেছে। কারণ তার গানে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রেমের জয়গান ধ্বনিত হয়েছে এবং চেতনায় প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বপ্রেমের বাণী। ১৯২৫ সালে দর্শন কংগ্রেসের সভায় এবং পরে ১৯৩০ সালে কবিগুরু অক্সফোর্ডে দর্শন সম্পর্কে বিখ্যাত হিবার্ট বক্তৃতায়- 'মম আঁখি হইতে পয়দা আসমান জমিন/কর্ণ হইতে পয়দা হইল মুসলমানি দ্বীন...।' 'রূপ দেখিলাম রে নয়নে, আপনার রূপ দেখিলাম রে/আমার মাঝত বাহির হইয়া দেখা দিল আমারে...।' এ গান দুটো উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'পূর্ববঙ্গের একটি গ্রাম্য কবির গানে দর্শনের একটি বড় তত্ত্ব পাই। সেটি এই যে, ব্যক্তির স্বরূপের সঙ্গে সম্বন্ধ সূত্রেই বিশ্ব সত্য।' পৌষ মাস হাসন রাজার জন্ম-মৃত্যুর মাস (মতান্তরে মৃত্যু ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ২২ অগ্রহায়ণ)। হাসন রাজার জীবন-যৌবনের স্মৃতিবিজড়িত সুনামগঞ্জে পৌষ মাসেই উদযাপিত হয় হাসন রাজা উৎসব। ষাটের দশক থেকে এর শুরু। তবে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। হাসন রাজার নামের সঙ্গে সুনামগঞ্জ জেলাও আজ সমানে প্রকাশিত। কিন্তু সুনামগঞ্জে আজও গড়ে ওঠেনি প্রস্তাবিত 'হাসন একাডেমী'। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৪ সালে প্রথম হাসন লোক উৎসব হয়েছিল। বর্তমানে শহীদ আবুল হোসেন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সেই উৎসবে অতিথি হিসেবে উপস্থিতি ছিলেন তৎকালীন কৃষিমন্ত্রী ও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ, কবি সুফিয়া কামালসহ প্রমুখ। আবদুস সামাদ আজাদ ওই উৎসবে প্রস্তাব অনুযায়ী ঘোষণা করেছিলেন হাসন একাডেমী প্রতিষ্ঠার। সে ঘোষণা রাষ্ট্রীয় পটপরিবর্তনে বাধাগ্রস্ত হয়েছে। এখন সেটা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।